7. তখন মিথিলার রাজা ছিলেন 'গুণাধিপ'। রাজস্থান থেকে এক বলিষ্ঠ যুবক এলো মিথিলায়। যুবকের নাম চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব মিথিলায় এসে রাজা গুণাধিপের সঙ্গে দেখা করতে রাজপ্রাসাদে গেলো। উদ্দেশ্য - রাজার অধীনে একটা চাকরি পাওয়া। এখনকার মতো তখনকার দিনেও বেকার সমস্যা ছিল। নইলে রাজস্থানের লোক মিথিলায় আসে চাকরি করতে। সে যাই হোক, চিরঞ্জীব গিয়ে রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো। একদিন নয় পরপর চারদিন। কিন্তু না, রাজার দর্শন মিলল না। কারণ রাজা তখন প্রাসাদের অন্তঃপুরে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজকর্মের কিছুই দেখছিলেন না।

প্রশ্ন ১। 'গুণাধিপ' কে ছিলেন?

২। চিরঞ্জীবের রাজার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। পরপর চারদিন প্রচেষ্টার পরও চিরঞ্জীব রাজার দর্শন পেল না কেন?

৪। চিরঞ্জীব কোথাকার লোক ছিলেন?

৫। "রাজকর্ম - রাজার কর্ম" - এটি কোন সমাস?

8. যে যাহাই হউক মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মনুষ্যের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগল ও মোষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হাতী, উষ্ট্র, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, এমনকি পক্ষী পর্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

প্রশ্ন ১। লেখক এখানে কী প্রস্তাব দিয়েছেন?

২। মানুষ গোরু, ছাগল, মোষ প্রতিপালন করে কেন?

৩। মানবজাতিকে লেখক সকল পশুর ভৃত্য বলতে চেয়েছেন কেন?

৪। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিতে কয়টি পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

৫। অনুচ্ছেদটিতে 'উটের' প্রতিশব্দ কোনটি?

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। অধরলাল পেশায় কী ছিলেন?

২। অধরলাল প্রত্যহ কোথায় যেতেন?

৩। অধরলাল কোন বন্ধুকে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন?

৪। অধরলালের বন্ধু কীরূপ ব্যক্তি ছিলেন?

৫। পণ্ডিত-এর বিপরীত শব্দ কী?

10. লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই যে, সৎস্বভাব ও সৎচরিত্র হইবে - সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে যে বিষয়কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালোরূপ বুঝিতে পারে - করিতেও পারে। কিন্তু এমতো শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই। শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবিয়া থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে, সে তাহা শুনিবে কেন? বাপ অসৎ কর্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে।

প্রশ্ন ১। বালকদের সঠিক শিক্ষা দিতে হলে কী চাই?

২। বালকদিগের সঠিক শিক্ষা প্রদান করলে তাদের চরিত্রে কোন গুণের সমাবেশ ঘটে?

৩। লেখাপড়া শিখবার তাৎপর্য কি?

৪। ছেলে কখন বাবাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞানে উপহাস করবে?

৫। "বিড়াল তপস্বী" বাক্যরচনা কর।

11. শকুন্তলার আপনার মা বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপন হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা গৌতমী তার আপনার, ঋষি বালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর - সেও তার আপনার, এমনকি বনের লতাপাতা, তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল তার বড়ই আপনার দুই প্রিয় সখী - অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা এবং ছিল একটি মা-হারা হরিণ শিশু - বড়ই ছোট, বড়ই চঞ্চল। তিনসখীর আজকাল অনেক কাজ - ঘরের কাজ, অতিথি সেবার কাজ, সকাল-সন্ধ্যায় গাছে জল দিবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেওয়ার কাজ।

প্রশ্ন ১। তিনসখীর নাম লেখ।

২। শকুন্তলাকে বাবা-মায়ের স্নেহ দিয়ে কারা মানুষ করেছিলেন?

৩। তিনসখী মিলে কী কী কাজ করত?

৪। শকুন্তলা কাদেরকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখত?

৫। 'সহকার' - শব্দটির অর্থ কী?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

12. ১৯০৬ সালে আইকম্যান ঘোষণা করলেন - চালের খোসার ভিতরে যে ভিটামিন আছে তার নাম থিয়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড। থিয়ামিন শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ রাখে এবং বলিষ্ঠ করে তোলে। এর অভাবে স্নায়ু অবশ হয়ে পক্ষাঘাত হয়। ফলে ছাটা চাল খেলেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কিন্তু ঢেঁকি ছাটা চাল খেলে তা ঘটে না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগের নামকরণ হল। ফাঙ্ক এই রোগের নাম দিলেন বেরিবেরি।

প্রশ্ন ১। চালের খোসার ভিতরে যে ভিটামিন আছে তার নাম কী ?

২। শরীরে থিয়ামিনের ভূমিকা কী?

৩। কি খেলে বেরিবেরি রোগ হয়?

৪। থিয়ামিনের অভাবে শরীরে কীরূপ দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায়?

৫। 'বলিষ্ঠ' - শব্দটির বিপরীত শব্দ লেখ।

□□

Scanned with CamScanner